62

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 16 AUG 1995
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

কক্সবাজারে গণফেল?

'গণফেল'–এর মুখে পড়েছিল কক্সবাজার জেলার বহু এসএসসি পরীক্ষার্থী। কুমিল্লা বোর্ডের অধীন এ জেলার ঘোষিত ফলাফলে পাসের হার দেখানো হয়েছিল সতের। ঐ বোর্ডে সাধারণ পাসের হার ছিল ৭৪·৯৩। এসএসসি পর্যায়ে বহুনিন্দিত 'প্রশ্নব্যাংক' প্রথা প্রবর্তনের পর প্রত্যেক বোর্ডেই পাসের হার ভীষণ বেড়ে গিয়েছিল। এ অবস্থায় কক্সবাজার জেলার পাসের হারের অবস্থা দেখেই বোঝা গিয়েছিল, ফলাফলে বড় ধরনের গোলমাল হয়েছে। পরীক্ষার্থী, শিক্ষক–শিক্ষিকা ও অভিভাবকদের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছিল ক্ষোভ। অবিশ্বাস্য ফলাফলের বিরুদ্ধে তারা আন্দোলন–সংগ্রাম গড়ে তুলতে না তুলতেই বোর্ড কর্তৃপক্ষ অবশ্য বিষয়টিতে নজর দিয়েছিলেন। বোর্ডের চেয়ারম্যান স্বীকার করেছিলেন যে, কম্পিউটারে বড় ধরনের ভুলের কারণেই এমনটি হয়েছে।

অতঃপর কক্সবাজার জেলার ঘোষিত ফলাফল পরীক্ষা করে ভুল উদঘাটন করা হয়েছে। সংশোধিত ফলাফল পাঠানো হয়েছে জেলা প্রশাসকের কাছে। তাতে পাসের হার দেখা যাচ্ছে ৭৩·০২। নবঘোষিত ফলাফল অনুযায়ী একজন ছাত্র বোর্ডের মেধা তালিকায়ও স্থান পেয়েছে। নতুন ফলাফল পেয়ে ছাত্রছাত্রীরা খুশি। পরবর্তী আন্দোলনের কর্মসূচী বাতিল করে তারা আনন্দ মিছিল করেছে।

আমরাও খুশি হয়েছি বৈকি। কুমিল্লা বোর্ড কর্তৃপক্ষ দ্রুত বিষয়টি খতিয়ে দেখেছেন, ত্রুটি বের করেছেন এবং পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটার আগেই সংশোধিত ফলাফল প্রকাশ করেছেন। কিন্তু কি করে একটি জেলার আটটি কেন্দ্রের ফলাফলে এ ধরনের অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটলো এবং কেন গত ৯ই আগস্ট ফলাফল ঘোষণার আগেই তা ধরা গেলো না, সে প্রশ্নের উত্তর ইতিমধ্যে বহু খারাপ রেকর্ড স্থাপন করা কুমিল্লা বোর্ডকে দিতে হবে। কক্সবাজার জেলার ঐ কেন্দ্রগুলোর ফল গণনায় যদি কোন সমস্যা থাকতো, সে ক্ষেত্রে ঐ বিশেষ জেলার ফলাফল স্থগিত রেখে কিছুদিন পরও তা প্রকাশ করা যেত। তাতে কেউ আপত্তি করতো বলে মনে হয় না; কিন্তু উল্টোপাল্টা ফলাফল ঘোষণা করে বোর্ড কর্তৃপক্ষ জীবনে প্রথমবারের মতো একটি জাতীয় পরীক্ষায় অংশ নেয়া হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীকে যে মানসিক বিপর্যয়ের মুখে ফেলেছিলেন তার দায়দায়িত্ব কি বোর্ড অস্বীকার করতে পারবেন? এত বড় ভুলের নায়করা পার পেয়ে না যান ভবিষ্যৎ সতর্কতার জন্যও তার প্রয়োজন। আমরা মনে করি, কুমিল্লা বোর্ড কর্তৃপক্ষ দ্রুত সংশোধিত ফল পাঠানোর পাশাপাশি যদি দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে উপযুক্ত দন্ড দিতে পারে তো এতে করে বোর্ডের কাজকর্মের ওপর থেকে হারিয়ে যাওয়া আস্থা কিছুটা হলেও ফিরে আসবে।